দৈনিক ইত্তেফাক 37

তারিখ ১৫/২৭/২০০০...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৪......

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে ৩০ হাজার কোটি টাকা ॥ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখার পরামর্শ

রেজানুর রহমান ॥ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে দেশে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতীয় দলভিত্তিক রাজনীতির উর্ধ্বে রাখার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষানীতিতে বলা হইয়াছে, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যথাযথ মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ অত্যন্ত জরুরী। তাই শিক্ষক নির্বাচনী কমিশনের মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকদের বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবেন প্রধান শিক্ষক অথবা প্রিন্সিপাল। পাশাপাশি প্রধান শিক্ষক ও প্রিন্সিপালের কাজের মূল্যায়ন করার ব্যবস্থাও (২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষানীতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

থাকিবে। ব্যক্তি মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় আনাই হইবে। সরকারের নির্ধারিত হারের চাইতে যে সব প্রতিষ্ঠান বেশী হারে বেতন আদায় করে, যাহাদের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে এবং মিশনারী ট্রাষ্ট ও দেশী-বিদেশী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের শিক্ষাখাত হইতে বরাদ্দ দেওয়া চলিবে না। তবে অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও অন্যান্য নীতিমালা, বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

১২ বৎসর মেয়াদী পরিকল্পনায় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় হইবে অতিরিক্ত ৩০ হাজার কোটি টাকা। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমানে যে সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা রহিয়াছে সেইগুলির প্রত্যেকটিতে গড়ে ৬, ৪ ও ৪টি করিয়া শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৮ম শ্রেণী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরিসহ সকল প্রকার শিক্ষাদান সম্ভব হইবে।

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের খাতওয়ারী যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার অতিরিক্ত সর্বমোট ১৪টি করিয়া কক্ষের জন্য ১৪ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা, আসবাবপত্র বাবদ ১ হাজার ৫৪০ লক্ষ টাকা, থানা পর্যায়ে টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট নির্মাণ বাবদ ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার জন্য ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা, ১১টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বাবদ ১১০ কোটি টাকা, মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (১০টি) নির্মাণ বাবদ ১০০ কোটি টাকা, সহায়ক সেবা ও কারিকুলাম প্রণয়ন বাবদ ৪৮০ কোটি টাকা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বাবদ ৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা, বিবিধ খরচ ১ হাজার ৫৪০ কোটি টাকা।

দেশে প্রথমবারের মত কোন শিক্ষানীতি মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পাইয়াছে। জাতীয় সংসদে আলোচনার পর এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হইবে। পর্যায়ক্রমে ১২ বৎসরে শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হইবে। দেশে প্রথমবারের মত শিক্ষানীতি অনুমোদিত হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা হইলেও আশার আলো দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন মহলের মতে, দেশে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে যথাশীঘ্র সম্ভব বিষয়টি জাতীয় সংসদে আলোচিত হওয়া জরুরী। এই নীতি বাস্তবায়ন করিতে হইলে স্কুলে একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণী এবং কলেজে নবম, দশম শ্রেণী খুলিতে হইবে। শিক্ষকের যোগ্যতাও এইক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্কুলে একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণী খুলিলে কোন্ শিক্ষক নূতন ক্লাসে পড়াইবেন ইহাও ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।